২ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর (দুই অথবা তিন বাক্যে লেখ)

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, দ্রব্য কয়প্রকার ও কি কি ?

উঃ লকের মতে, দ্রব্য দুই প্রকার- (ক) বিশিষ্ট দ্রব্যের ধারণা এবং (খ) দ্রব্যের সাধারণ ধারণা।

প্রঃ ▶▶ বিশিষ্ট অর্থে দ্রব্য কি ?

উঃ বিশিষ্ট অর্থে দ্রব্য হল কতকগুলি গুণের সমষ্টি যা আমরা অভিজ্ঞতায় পাই।

প্রঃ ▶▶ সাধারণ অর্থে দ্রব্য কি ?

উঃ লকের মতে, সাধারণ অর্থে দ্রব্য হল তাই যা আমরা জানি, যা আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, সাধারণ দ্রব্য কয়প্রকার ও কি কি ?

উঃ লকের মতে সাধারণ দ্রব্য হল তিনপ্রকার :

১) রূপ, রস, গন্ধের আশ্রয়রূপে অচিন্তাশীল দ্রব্যের ধারণা।

২) লজ্জা, ভয় ইত্যাদি মানসিক অবস্থার আশ্রয়রূপে চিন্তাশীল দ্রব্যের ধারণা।

৩) অসীম গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে ঈশ্বর দ্রব্যের ধারণা।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, কার্য-উৎপাদক প্রক্রিয়াটি কত প্রকারের হতে পারে এবং কি কি ?

উঃ লকের মতে, কার্য-উৎপাদন প্রক্রিয়াটি তিন প্রকারের হতে পারে, যেমন - প্রজনন, পরিবর্তন সাধন, সৃষ্টি ইত্যাদি।

প্রঃ ▶▶ সামান্য ধারণা সম্পর্কে লকের বক্তব্য কি ?

উঃ লক তাঁর 'Essay' গ্রন্থে বলেছেন, "অস্তিত্বশীল বস্তু মাত্রই বিশেষ হলেও আমরা সাধারণ ধারণা গঠন করতে পারি এবং যে ধারণা অনেকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং ঐ সমস্ত সাধারণ ধারণাকে আমরা সাধারণ নামে চিহ্নিত করি।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, 'সহজাত ধারণা' কি?

উঃ লকের মতে, আমাদের মননে এবং ব্যবহারে এমন কতকগুলি নীতি আছে যা সকলেই মানে। এই নীতিগুলি মানুষের মনে গ্রথিত থাকে এবং মানুষ এদের নিয়েই জন্মায়। লক এদের সহজাত ধারণা বলেছেন।

ঃ ▶▶ লকের মতে ধারণার উৎস কি এবং তা কয় প্রকার ও কি কি?

ঃ লকের মতে ধারণার উৎস হল অভিজ্ঞতা। লকের মতে অভিজ্ঞতায় দুটি পথ -

১) সংবেদন ও ২) অন্তর্দর্শন।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, সংবেদন কি?

উঃ লকের মতে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্য বিষয়ের সম্পর্ক হওয়া মাত্র বাহ্যবস্তুর ছাপ আমাদের মনে অঙ্কিত হয়। অভিজ্ঞতায় এই পথকেই বলা হয় সংবেদন। এইরূপ রূপ, রস, গন্ধের ধারণা আমরা সংবেদনে পাই।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, অন্তদর্শন কাকে বলে?

উঃ লকের মতে, আমাদের মনে চিন্তা, সংশয়, বিশ্বাস প্রভৃতি যে সমস্ত মানসিক ক্রিয়া এবং সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যে সমস্ত মানসিক অবস্থা বর্তমান তাদের ধারণা আমরা অভিজ্ঞতার যে পথে জানতে পারি, তাকে অন্তদর্শন বলে।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে সরল ধারণা কি?

উঃ লকের মতে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ হওয়া মাত্র-ই মনে বিষয়ের যে ছাপ অঙ্কিত হয, কিন্তু মন নিষ্ক্রিয় থাকে, সেই ছাপকে বলা হয় সরল ধারণা। সরল ধারণা মাত্র-ই হল গুণের ধারণা বর্ণের ধারণা, গন্ধের ধারণা ইত্যাদি।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে জটিল ধারণা কাকে বলে?

উঃ লকের মতে, মনে অঙ্কিত সরল ধারণাগুলিকে নিয়ে মন সক্রিয় হয়ে যে নতুন নতুন ধারণা তৈরী করে, সে ধারণাগুলিকে বলা হয় জটিল ধারণা।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে জটিল ধারণা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ লকের মতে জটিল ধারণা তিন প্রকার - ১) দ্রব্যের ধারণা ২) প্রকারের ধারণা ও ৩) সম্বন্ধের ধারণা।

প্রঃ ▶▶ লক ধারণা ও গুণের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য করেছেন?

উঃ লকের মতে, যা কিছু মন প্রত্যক্ষ করে বা যা কিছু প্রত্যক্ষের, চিন্তার বা বুদ্ধির বিষয়, তাই ধারণা, আর আমাদের মনে ধারণা সৃষ্টি করার যে ক্ষমতা বস্তুতে বর্তমান তাই বস্তুর গুণ।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে গুণ কি? গুণ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ লকের মতে বস্তুগত শক্তি হল গুণ। এই গুণ হল দুই প্রকার - ১) মুখ্যগুণ ও ২) গৌণগুণ।

প্রঃ ▶▶ মুখ্যগুণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উঃ লকের মতে যে সমস্ত গুণ বস্তুর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সেইগুলিকে বলা মুখ্যগুণ - আকার, আয়তন, ওজন এগুলি হল মুখ্যগুণ।

প্রঃ ▶▶ গৌণগুণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উঃ লকের মতে, যে শক্তি বস্তুগত হলেও প্রকাশ মনের উপর নির্ভর করে, সেই শক্তিকে গৌণগুণ বলে, বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ প্রভৃতি হল গৌণগুণ।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, দ্রব্য কি?

উঃ লকের মতে, দ্রব্য হল গুণের আধার যা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে প্রকার (Modes) কাকে বলে?

উঃ লকের মতে, যে সমস্ত জটিল ধারণা স্বয়ং নির্ভর নয়, দ্রব্যনির্ভর বা দ্রব্যের কার্য সেই ধারণাগুলিকে বলা হয় প্রকার। ত্রিভুজ, কৃতজ্ঞতা, হত্যা প্রভৃতি হল প্রকার।

প্রঃ ▶▶ অমিশ্র প্রকার কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উঃ লকের মতে একই সরল ধারণা বার বার ব্যবহার করে যে জটিল ধারণা গঠিত হয়, তাকে অমিশ্র প্রকার বলে। লকের মতে, দেশ, স্থিতি, সংখ্যা, গতি, অসীমতা, শব্দ, বর্ণ প্রভৃতি হল অমিশ্র প্রকার।

প্রঃ ▶▶ প্রকার কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ প্রকার দুই প্রকার - ১) অমিশ্র প্রকার এবং ২) মিশ্র প্রকার।

প্রঃ ▶▶ মিশ্র প্রকার কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উঃ লকের মতে, বিভিন্ন সরল ধারণার সংমিশ্রণের ফলে যে জটিল ধারণা তৈরী হয়, তাকে মিশ্র প্রকার বলে। যেমন সৌন্দর্য হল মিশ্র প্রকারের উদাহরণ।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ (Real essence) কি?

উঃ লকের মতে, কোন বস্তুর বিভিন্ন গুণ যে আধারে আশ্রিত থাকে, তাই হল সেই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, নামমাত্র স্বরূপ কি?

উঃ লক বস্তুর নামমাত্র স্বরূপ বলতে বস্তুর এমন সাধারণ বৈশিষ্ট্য বোঝেন যার জন্য কতকগুলি বস্তুকে আমরা একই নামে অভিহিত করি।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে 'সামান্য ধারণা'র স্বরূপ কি?

উঃ লকের মতে সামান্য ধারণা বুদ্ধির আবিষ্কার। যে ধারণাগুলি বৌদ্ধিক ক্রিয়া, বর্জন প্রক্রিয়া বা পৃথকীকরণের মাধ্যমে একাধিক বস্তুর প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ধারণাগুলিকে বলা হয় সামান্য ধারণা।

প্রঃ ▶▶ লক কি সামান্য ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন?

উঃ লক সামান্য ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, কেবলমাত্র বিশিষ্টবস্তুর অস্তিত্ব আছে।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, জ্ঞান কাকে বলে?

উঃ লকের মতে ধারণার সঙ্গে ধারণার মিল বা অমিল প্রত্যক্ষকে জ্ঞান বলে।

প্রঃ ▶▶ ধারণার সঙ্গে ধারণার মিল বা অমিল কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ লকের মতে ধারণার সঙ্গে ধারণার মিল বা অমিল চার প্রকার - ১) ধারণার অভেদ বা ভেদ ২) ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ ৩) ধারণার সহাবস্থান ও ৪) ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, জ্ঞান কয় প্রকার ও কি কি ?

উঃ লকের মতে, জ্ঞান তিন প্রকার - ১) বোধিমূলক জ্ঞান, ২) ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান এবং ৩) ইন্দ্রিয় জনিতজ্ঞান।

প্রঃ ▶▶ বোধিমূলক জ্ঞান কাকে বলে ?

উঃ মন যখন দুটি ধারণার মিল বা অমিল কোন ধারণার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি জানতে পারে। তখন সেই জ্ঞানকে বোধিমূলক জ্ঞান বলে। 'তিন দুইয়ের চেয়ে বেশী' এই জ্ঞান হল বোধিমূলক জ্ঞান। এই জ্ঞান সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত।

প্রঃ ▶▶ ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উঃ মন যখন দুটি ধারণার মিল বা অমিল সরাসরি জানতে পারে না তৃতীয় কোন ধারণার মধ্য দিয়ে জানতে পারে, তখন সেই জ্ঞানকে ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান বলা হয়। গণিতশাস্ত্রের জ্ঞান হল ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান।

প্রঃ ▶▶ লক রচিত গ্রন্থগুলি উল্লেখ কর।

উঃ লকের বিখ্যাত গ্রন্থ হল .Essay on understanding এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল : 'Thought on Education,' Treatise on Government', 'Letters on Toleralion'.

প্রঃ ▶▶ লকের পূর্বে আর কোন দার্শনিক অন্তর ধারণার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন ?

উঃ লকের পূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন্ট টমাস একুইনাস অন্তর ধারণার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

প্রঃ ▶▶ অন্তর ধারণা বর্জনে লককে আয়ার কিভাবে সমর্থন করেন ?

উঃ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আয়ার লকের অন্তর ধারণা বর্জনের বিষয়টিকে সমর্থন করে বলেন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লাভ করার পূর্বে শিশুরা বুদ্ধিমানের মত কোন প্রতীক ব্যবহার করতে বা কোন বচনকে সত্য বলে গ্রহণ করতে সমর্থ নয়।

প্রঃ ▶▶ লকের মতে, সামান্য ধারণা কে আবিষ্কার করেন ?

উঃ লকের মতে, সামান্য ধারণা বুদ্ধির আবিষ্কার এবং বুদ্ধি নিজের ব্যবহারের জন্য এদের গঠন করে।

ঃ ▶▶ লকের মতে, বস্তুর নামকরণ কিভাবে করা হয় ?

ঃ লকের মতে, আমরা কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানতে পারি না। দুই বা ততোধিক গুণকে একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করি এবং তারই সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। এইসব গুণের সাহায্যে আমরা বস্তুর নামকরণ করতে পারি।

উঃ বার্কলের মতে ধারণার স্রষ্টারূপে আত্মা হল ইচ্ছা।

2 নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর (দুই অথবা তিন বাক্যে লেখ)

প্রঃ ▶▶ **বার্কলে রচিত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ কর ?**

উঃ বার্কলে রচিত গ্রন্থগুলি হল : (ক)An Essay towards a New Theory of Vision (খ) A Treatise concerning the principles of Human Knowledge, (গ) Three Dialogues between Hylas and Philonous, (ঘ) Siris.

প্রঃ ▶▶ **বার্কলের দর্শনের প্রধান সমস্যা কি ?**

উঃ 'অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কি বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায়?' -এই প্রশ্নের সমাধান-ই হল বার্কলের দর্শনের প্রধান সমস্যা।

প্রঃ ▶▶ **বার্কলে কিরূপে ভাববাদে উপনীত হন ?**

উঃ বার্কলে একদিকে জড়বাদ এবং অন্যদিকে নিরীশ্বরবাদ খন্ডন করে ভাববাদে উপনীত হন।

প্রঃ ▶▶ **অহং সর্বস্ববাদের মূল বক্তব্য কি ?**

উঃ অহং সর্বস্ববাদের মূল বক্তব্য হল, 'আমি এবং আমার ধারণা ছাড়া আর কিছু নেই'।

প্রঃ ▶▶ **বার্কলে কি অহংসর্বস্ববাদী ?**

উঃ না, বার্কলে বলেছেন, 'মন আছে আর মনের ধারণা আছে'। এই মন ব্যক্তি মন হতে পারে আবার ঈশ্বরও হতে পারে।

প্রঃ ▶▶ **বার্কলে কিরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ?**

উঃ বার্কলে অভিজ্ঞতাভিত্তিক কারণতা যুক্তির দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেন

প্রঃ ▶▶ **বার্কলের মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম আসলে কি ?**

উঃ বার্কলের মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম হল আসলে ঈশ্বরিক নিয়ম।

প্রঃ ▶▶ **নৈতিকতা প্রসঙ্গে বার্কলের বক্তব্য কি ?**

উঃ বার্কলে একজন মার্জিত আত্মসুখবাদী, তবে তাঁর মূল বক্তব্য হল পরসুখ সঙ্গে আত্মসুখের কোন বিরোধ নেই।

প্রঃ ▶▶ বার্কলে প্রাকৃতিক নিয়মকে বিবেক সঞ্জাত নিয়ম বলেছেন কেন ?

উঃ বার্কলে কখনো কখনো প্রাকৃতিক নিয়মকে বিবেক সঞ্জাত নিয়ম বলেছেন কারন এসব নিয়ম ঈশ্বর মানুষের মনে মুদ্রিত করেন এবং মানুষ তার বিবেকজ্ঞানের মাধ্যমে, বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে এসব নিয়ম উপলব্ধি করতে পারে।

প্রঃ ▶▶ বার্কলে কি জড় দ্রব্য স্বীকার করেন ?

উঃ লক 'জড়' বলতে যা বোঝায় তা স্বীকার করেন না, তবে গুণের সমাহার হিসাবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন যা হল ঈশ্বরের মনের বিষয় বা ধারণা।

প্রঃ ▶▶ অমূর্ত সামান্য ধারণা সম্পর্কে বার্কলের বক্তব্য কি ?

উঃ বার্কলের মতে অমূর্ত সামান্য ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এমন কি মনোগত অস্তিত্ব ও নেই। যেমন 'ত্রিভুজ' বলতে কোন বিশেষ ত্রিভুজ বা সকল ত্রিভুজকে বুঝে থাকি, 'ত্রিভুজ' বলে কোন অমূর্ত সামান্য ধারণার জ্ঞান আমাদের হয় না।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের নামবাদ কি ?

উঃ বার্কলের মতে বিমূর্ত সামান্য ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, আবার মনোগত অস্তিত্বও নেই। সামান্য ধারণা বিযুক্ত নাম ছাড়া আর কিছু নেই। বার্কলের এই মতবাদকে বলা হয় নামবাদ।

প্রঃ ▶▶ বার্কলে কি মুখ্য ও গৌণগুণের পার্থক্য স্বীকার করেছেন ?

উঃ বার্কলের মতে, সব গুণ-ই গৌণগুণ, মুখ্যগুণ বলে কোন গুণ নেই, কেননা মন নিরপেক্ষ জড়বস্তু বলে আদৌ কিছু নেই।

প্রঃ ▶▶ বার্কলে কোন কোন যুক্তির দ্বারা মুখ্য ও গৌণগুণের পার্থক্য অস্বীকার করেন ?

উঃ বার্কলে তিনটি যুক্তির দ্বারা মুখ্য ও গৌণগুণের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করেন - ১) অবিচ্ছেদ্যতা ২) পরিবর্তনশীলতা ও ৩) কারণতা।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের মতে দ্রব্য কি ?

উঃ বার্কলের মতে, যে সমস্ত বিষয় ঈশ্বর সৃষ্ট কিন্তু আমাদের সকলের কাছে প্রদত্ত সেগুলি হল কতকগুলি গৌণগুণের সমাহার বা সমষ্টি, এই গুণের সমাহার বা সমষ্টিকে আমরা দ্রব্য বলি, যা ঈশ্বরের ধারণা।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের মতে যথার্থ ধারণা ও কাল্পনিক ধারণা কি ? (২০০৪)

উঃ বার্কলের মতে, ঈশ্বর সৃষ্ট বিষয়গুলি হল যথার্থ ধারণা যেগুলি আমরা সংবেদনে পাই আর যে সমস্ত ধারণা আমাদের মন যথার্থ ধারণা নিয়ে তৈরী করে, কিন্তু সকলের কাছে সার্বিকভাবে গৃহীত না হতে পারে, সেই ধারণাগুলিকে বলা হয় কাল্পনিক ধারণা। নদী, পাহাড় - এগুলি হল যথার্থ বা সংবেদনিক ধারণা, পক্ষীরাজ ঘোড়া, মৎস্য কন্যা প্রভৃতি হল কাল্পনিক ধারণা।

প্রঃ ▶▶ সাংবেদনিক ধারণা ও কাল্পনিক ধারণার মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ সাংবেদনিক ধারণা ঈশ্বরের সৃষ্ট, কিন্তু কাল্পনিক ধারণা মানুষ সৃষ্ট। সাংবেদনিক ধারণা বাস্তব, শক্তিশালী সজীব ও স্পষ্ট যেখানে কাল্পনিক ধারণা অবাস্তব। সাংবেদনিক ধারণার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, স্থিরতা ও সুসংবদ্ধতা থাকে, কিন্তু কাল্পনিক ধারণার ক্ষেত্রে তা থাকে না।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের ভাববাদের প্রধান উক্তি কি?

উঃ বার্কলের ভাববাদের প্রধান উক্তি হল 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' - অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষযোগ্য কেবলমাত্র তার অস্তিত্ব আছে, যা মন কখনোই প্রত্যক্ষ করে না তার অস্তিত্ব নেই।

প্রঃ ▶▶ আত্মা সম্পর্কে বার্কলের বক্তব্য কি?

উঃ বার্কলের মতে, আত্মা হল একটি সরল, অবিভাজ্য, অবিনাশী, অ-ভৌতিক সক্রিয় সত্তা বা দ্রব্য যা ধারণা প্রত্যক্ষ করে এবং উৎপন্ন করে।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের মতে আত্মা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ বার্কলের মতে আত্মা দুই প্রকার - ১) পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং ২) জীবাত্মা।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের মতে জীবাত্মার অস্তিত্ব আমরা কিরূপে জানতে পারি?

উঃ বার্কলের মতে, সাক্ষাৎ আত্ম চেতনার মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মাকে জানতে পারি। আমাদের মন ক্রিয়া কলাপের ভিত্তিতে আমরা অন্য জীবাত্মার অস্তিত্ব অনুমান করি।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের মতে '(notion)' বা প্রত্যয় কি?

উঃ বার্কলে মন ও মনের ক্রিয়া জানার জন্য notion শব্দটি ব্যবহার করেন। বার্কলে notion বা প্রত্যয় বলতে বোঝেন আত্মচেতনা বা সাক্ষাৎ অনুভব।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমরা কিরূপে জানতে পারি?

উঃ বার্কলের মতে, কতকগুলি দৃশ্যমান বস্তুর ভিত্তিতে, প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যের ভিত্তিতে আমরা ঈশ্বরের জ্ঞান অনুমান করি।

প্রঃ ▶▶ বার্কলের মতে ঈশ্বর কি?

উঃ বার্কলের মতে, ঈশ্বর হল সেই সত্তা যার মধ্যে আমরা অবস্থান করি, চলাফেরা করি এবং আমাদের সত্তা লাভ করি।

প্রঃ ▶▶ বার্কলে কি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন?

উঃ লক যে অর্থে জড় দ্রব্য স্বীকার করেন বার্কলে তা অস্বীকার করেন। তবে তিনি বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। তিনি বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেন না। জল পান করলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, রুটি খেলে পুষ্টি হয়- এগুলি তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তার মতে, রুটি, জল এগুলি মানুষের সৃষ্টি নয়, এগুলি ঈশ্বরের সৃষ্ট বা ঈশ্বরের মনের বিষয় বা ধারণা।

প্রঃ বার্কলে কত রকমের ধারণা স্বীকার করেন?

উঃ বার্কলে দুই রকমের ধারণা স্বীকার করেন। (১) ইচ্ছাকৃত কাল্পনিক ধারণা এবং (২) অনিচ্ছাকৃত সংবেদনজাত ধারণা।

প্রঃ Notion ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য কিং?

উঃ বার্কলের মতে, Notion হল এক প্রকার অপরোক্ষ অনুভব। Notion এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই তবে প্রত্যয় অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের আত্মার Notion হয়। কিন্তু বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে যা হয় তা Notion নয় তা হল Idea বা ধারণা।

প্রঃ বার্কলের মতে, আত্মপ্রীতি কি?

উঃ বার্কলের আত্মপ্রীতি পশুসুলভ দেহগত সুখ নয়, ইহা হল বিচারবুদ্ধিমূলক যেখানে বলা হয় নিজ সুখের পাশাপাশি পরসুখের প্রীতি ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রঃ বার্কলের মতে, অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা প্রকৃতিতে ঘটার কারণ কি?

উঃ বার্কলের মতে, সাংবেদনিক ধারণাগুলি নিয়ত পারম্পর্য অনুসারে আমাদের সামনে আসে, কোন অনিবার্যতা সেখানে নেই। অনিবার্য নয় বলেই প্রাকৃতিক জগতে অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলি ঘটে।

প্রঃ বার্কলের মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম কাকে বলে?

উঃ বার্কলের মতে, পরমসত্তা ঈশ্বর যে অপরিবর্তনীয় নিয়ম অনুযায়ী আমাদের মনে সংবেদনের ধারণা উৎপন্ন করে, সেই নিয়মকে বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়ম। মান ২

প্রঃ বার্কলেকে কি উপলক্ষ্যবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী বলা যেতে পারে?

উঃ যখন বার্কলে বলেন যে আমাদের মনে যে সব ধারণা আছে সেগুলির স্রষ্টা ঈশ্বর, তখন তাকে উপলক্ষ্যবাদী বলা যেতে পারে, আবার যখন তিনি বলেন ঈশ্বর হলেন পরম সত্তা, যার মধ্যে সীমিত চেতন সত্তা অবস্থান করে, বিচরণ করে এবং সত্তাবান হয়ে ওঠে তখন তাকে সর্বেশ্বরবাদী বলা যেতে পারে।

প্রঃ কার্যকারণ সম্পর্কে বার্কলের বক্তব্য কি?

উঃ বার্কলের মতে, এই জগতের সবকিছুর কারণ ঈশ্বর। ঈশ্বর স্রষ্টা আর সমস্ত জাগতিক বিষয় সৃষ্ট বিষয় বা কার্য। আর জগতে দুটি বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে আমরা যা দেখি তা হল নিয়ত পারম্পর্য। সবই ঈশ্বরের সৃষ্ট ধারণা বা প্রতীকজাত এবং ঈশ্বরে নিয়ম অনুসারে প্রতীকগুলির সংহতি বা পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায় যাকে আমরা কারণ কার্য সম্বন্ধ বলে থাকি।